মানবজীবন-ব্যাংক ও ব্যাংক পেশায় নারী

আফরোজা অদিতি

মানবজীবন

মানবজীবন কী? মানবজীবন এজন্য বললাম যে নারী শুধু নারী নয়, একজন মানুষও বটে। নারীরও একটি জীবন আছে। জীবন ধারণে পুরুষের মতো একইরকম সাধন করতে হয় তাকে। নারী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে, পরে সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী ধীরে ধীরে বৈষম্যের শিকার হয় অর্থাৎ জেন্ডার বৈষম্যে পতিত হয়! প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে নারী ও পুরুষ একে-অপরের কাছাকাছি আসে এবং মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে ঘর বাঁধে অর্থাৎ নারী ও পুরুষ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। শারীরিক সম্পর্কের জন্য বিয়ে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত হলেও এটিই একমাত্র সত্য নয়; বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের জৈবিক চাহিদার মধ্যে নিহিত থাকে জীবনের নিরাপত্তা ও বংশরক্ষার দায়িত্ব। এ ছাড়াও, মানবমনের নিরন্তন বাসনা হলো তার জন্য কেউ একজন থাকুক এই পৃথিবীতে যে তার অবর্তমানে তার কথা বলবে, তার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে। অসাধারণ মানুষের জন্য, তাদের কথা স্মরণের জন্য বহু মানুষ বা মানবসম্প্রদায় থাকলেও সাধারণ মানুষের জন্য সন্তান ছাড়া কেউ নেই। তাই তাদের সন্তান কাম্য। তা ছাড়াও, সন্তান হলো পরবর্তী প্রজন্ম এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মের মাধ্যমেই এগিয়ে চলে মানবসভ্যতা এবং মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়া ও সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতির জন্য বিবাহ আবশ্যক। সেহেতু সামাজিক প্রথা অনুসারে 'বরবরণ' এবং 'কন্যাগ্রহণ' বা 'কন্যাদান'-এর ভেতর দিয়ে বিয়ে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের মাধ্যমে পরিবার রচিত হয়। পরিবারের আনন্দ-বেদনা-সুখ সব নিয়েই এগিয়ে চলে মানবজীবন। স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তানসহ সংসার বা পরিবারকে ভালোভাবে চালনা করার জন্য সচেষ্ট থাকে। জীবনের এই টানাপোড়েনের যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উভয়েই চাকরি করে। নারী-পুরুষ উভয়েই কর্মঠ এবং গোছানো জীবন পছন্দ করে। এই সমাজব্যবস্থায় সংসারের ভেতরটা সামলানোর দায়িত্ব অলিখিতভাবে নারীর ওপর আর পুরুষের বাইরেটা। এককথায় অন্দরের কাজ নারীর আর সদরের কাজ পুরুষের! কিন্তু বিভিন্ন কারণে ও প্রয়োজনে নারীকেও বাইরে যেতে হচ্ছে, অর্থাৎ উপার্জনের হাল ধরতে হচ্ছে। সেই সুবাদে নারী অফিস-আদালতের কাজ, নার্সিং-ডাক্তারি, বাসাবাড়ির কাজ, ইট-পাথর ভাঙা, বাগান করা, রাস্তা পরিষ্কার করা, ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ করছে। নারী সরকার পরিচালনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও কাজ করছে। যুগ-সময় পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে নারী এখন ঘরে বসে নেই, সকল কর্মক্ষেত্রেই কম-বেশি বিচরণ করছে নারী। ব্যাংক অভিজাত কর্মক্ষেত্রের মধ্যে একটি, নারী সেখানেও কর্মরত। তবে ব্যাংকে কাজ করলেও বেশ কিছু অসুবিধার মধ্য দিয়ে যেতে হয় নারীকে। কী সেই অসুবিধা তা জানার আগে জেনে নেওয়া যায় ব্যাংক কী এবং ব্যাংকিংই বা কী?

ব্যাংক কী?

কোথায় কবে কীভাবে ব্যাংক শব্দের উদ্ভব তা সুস্পষ্টভাবে বলা কঠিন। তবে এটা বলা যায়, মুদ্রা আবিষ্কার এবং প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে থাকে। মুদ্রা আবিষ্কার মধ্যযুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটায়। ব্যবসায় উন্নয়ন ও ব্যবসায় সম্প্রসারণের কারণে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে হতো। তাদের আয়ের অর্থ জমা রাখতে হতো, স্থানান্তর করতে হতো। একদল ব্যবসায়ী যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিল তারা অন্যদের ঋণ প্রদান করত। অন্যেরা তাদের অর্থ এইসব ব্যবসায়ীদের কাছে জমা রাখত। জমা ও ঋণের হিসাব রাখার জন্য তারা নানারকম দলিলের প্রচলন করে। জমা ও ঋণ দেওয়ার জন্য এক ধরনের স্লিপ ব্যবহার করা হতো সে সময়। এইভাবেই ডিপোজিট স্লিপ, চেক, প্রত্যয়নপত্র, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীর চেকের উদ্ভব হয়েছে।

অনেকে ধারণা করেন, ইংরেজি ব্যাংক শব্দটি ফ্রান্স 'Banque' এবং ইতালীয় 'Banca' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ বেঞ্চ বা 'অর্থ বিনিময় টেবিল'। কারও কারও মতে ব্যাংক শব্দটি জার্মান শব্দ 'Back' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ যৌথ টেবিল। ইংরেজি Bank শব্দের অর্থ ভূমির সীমানা, নদীর তীর, কোষাগার ইত্যাদি। তবে সাধারণভাবে ব্যাংক বলতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেই বোঝায়। ব্যাংক একটি মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়িক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হলেও এটি কোনো দ্রব্য কেনাবেচার প্রতিষ্ঠান নয়। এটি সেবামূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক মানুষের উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে। জমাকৃত অর্থের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে। আবার এই জমাকৃত অর্থ নির্দিষ্ট হারে সুদের বিনিময়ে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। এই সুদ গ্রহণ এবং প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকের যে আয় হয়, তার মাধ্যমে ব্যাংক তার পরিচালন ব্যয় মিটিয়ে থাকে। আয় ও ব্যয়ের ব্যবধানই হলো ব্যাংকের মুনাফা। ব্যাংক কোম্পানি এবং কোম্পানি আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নতি এবং সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে।

সাধারণভাবে ব্যাংক বলতে বোঝায়

১. অর্থ ও ঋণের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান
২. জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহকারী এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী
৩. অর্থ বিনিময়কারী
৪. অর্থ স্থানান্তরকারী
৫. অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ঋণদান, বিনিময় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনকারী। অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, অর্থের প্রচলন এবং বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করা ছাড়াও ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও সরকারকে সহায়তা করাও ব্যাংকের কাজ।

ব্যাংকিং কী?

যিনি ব্যাংকে কাজ করেন তিনি ব্যাংকার এবং ব্যাংকার যে সব কাজ সম্পাদন করেন সেগুলোই ব্যাংকিং। ব্যাংক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। গ্রাহকের অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, চেকের অর্থ পরিশোধ, অর্থ স্থানান্তর, ঋণদান প্রভৃতি ব্যাংকসেবার আওতাভুক্ত। ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ব্যাংক-নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে গ্রাহককে সেবাদানের মধ্য দিয়েই ব্যাংক তার লক্ষ্যে পৌঁছায়। ব্যাংকসেবা বা ব্যাংকিং যত বেশি উন্নত হবে ব্যাংকের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন তত বেশি হবে।

এক কথায় বলা যায়

১. ব্যাংকার যে কাজ সম্পন্ন করে তাই ব্যাংকিং
২. আমানত গ্রহণ, চেকের অর্থ প্রদান, ঋণদান, অর্থ স্থানান্তর ব্যাংকিং-এর আওতাভুক্ত
৩. ব্যাংকিং-এর মাধ্যমেই গ্রাহকের পক্ষে কাজ করে ব্যাংক
৪. সেবা প্রদান ব্যাংকিং-এর অন্তর্ভুক্ত

ব্যাংক ও ব্যাংকিং-এর পার্থক্য

১. ব্যাংক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যা অর্থ সংগ্রহ এবং ঋণদান করে। অপরদিকে ব্যাংকিং হচ্ছে ব্যাংকের কাজের সমষ্টি। অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, স্থানান্তরসহ ব্যাংকের সব কাজই ব্যাংকিং-এর আওতায় পড়ে।

২. ব্যাংক মালিকানাধীন অংশীদারি কোম্পানি ও সমবায় হতে পারে। ব্যাংকিং কখনো সাংগঠনিকরূপে হতে পারে না।

৩. ব্যাংকের সব কাজের দায় ব্যাংকারের, অপরদিকে ব্যাংকিং-এর দায়ভার ব্যাংকের। ব্যাংকার প্রবর্তন করে ব্যাংক আর ব্যাংক সৃষ্টি করে ব্যাংকিং।

৪. ব্যাংক নির্ভর করে ব্যাংকারের ওপর, অপরদিকে ব্যাংকিং কার্যক্রম ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল।

৫. ব্যাংকের সঙ্গে গ্রাহকের সম্পর্ক নিবিড় আর ব্যাংকিং কার্যক্রমের সঙ্গে ব্যাংকের।

৬. আইনগতভাবে ব্যাংকের বিলুপ্তি ঘটে আর ব্যাংকের বিলুপ্তি ঘটলে ঘটে ব্যাংকিং-এর বিলুপ্তি।

৭. তবে পার্থক্য থাকলেও ব্যাংক এবং ব্যাংকিং ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পূর্বেই বলেছি, ব্যাংক একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান; ব্যাংক সেবা দেয় এবং দশজন সেই সেবা গ্রহণ করে। ব্যাংক যেমন সেবা দেয়, তেমনি যে বা যারা ব্যাংকের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করেন তাদেরও ব্যাংককে সেবা প্রদান করা প্রয়োজন। যেমন ব্যাংকে অর্থ জমা বা উত্তোলনের জন্য এলে হইচই না করে শান্তভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা সময়মতো পরিশোধ করা, ঋণখেলাপি না হওয়া।

একটি প্রতিষ্ঠানকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্য আইনের প্রয়োজন। এই আইনগুলো সরকার কর্তৃক প্রণীত হয়। আইনগুলো নিম্নরূপ :

১. সাধারণ আইন : ক. সিভিল, খ. ফৌজদারি, গ. অর্থঋণ আদালত
২. কোম্পানি আইন
৩. ব্যাংক কোম্পানি আইন

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যাংক-প্রতিষ্ঠানেও চাকরি করছে নারী। নারী ব্যাংকের উচ্চতর পর্যায় থেকে নিম্নতর পর্যায় পর্যন্ত কাজ করছে। যে কোনো প্রতিষ্ঠান, তা সে ব্যাংক হোক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হোক সেই প্রতিষ্ঠান একটি বিধিবদ্ধ নিয়মে পরিচালিত হয়। ব্যাংকও সেই আইনের বাইরে নয়। ব্যাংক একটি কোম্পানি, তাই ব্যাংক কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও পরিচালিত হয়। কোম্পানি আইন ছাড়াও ব্যাংকের নিজস্ব আইন আছে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রণয়ন করে থাকে। ব্যাংক কোম্পানি আইন হোক আর সাধারণ আইন হোক, আইন সকলকে মানতে হয়। আইন মেনে চললে সকলের মঙ্গল, না মানলে অমঙ্গল। নারী একজন মানুষ এবং দেশের নাগরিক, সেহেতু তাকেও আইন মেনে চলতে হয়। ব্যাংকে চাকরি করতে এসে নারীও অবশ্যই আইনের আওতায় পড়বে। শুধু নারী কেন যারাই চাকরি করে তাদের সকলকে আইন মেনেই চাকরি করতে হয়। এখন প্রশ্ন আসে চাকরি কী? চাকরি হলো সেই কাজ, যেখানে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তার বা দাপ্তরিক আদেশ বলে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মে কাজ করতে হয়। কাজের গুণগত মানের প্রয়োজনে, যোগ্যতা ও কাজের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্তর মোতাবেক নিয়োগ এবং পারিশ্রমিক ঠিক হয়ে থাকে। এই জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মালিক থাকেন, থাকেন সুপিরিয়র (বস)।

অন্য পেশার কথা বাদ দিয়ে শুধু ব্যাংক পেশার কথাই ধরা যাক। ব্যাংক একটি মধ্যস্থতাকারী আর্থিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যা সেবা প্রদান করে। ব্যাংকে যারা চাকরি নেন, জনগণের সেবা প্রদান করার লক্ষ্যেই চাকরি নেন। ব্যাংক পেশায় কাজ করতে হলে দেখনদারি হতে হয়। অর্থাৎ স্মার্ট, কথাবার্তা ও চলনবলনে চৌকস হতে হয়। ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অন্যের জমানো অর্থে ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করে, তাই ব্যাংকে যারা কাজ করেন তাদের হতে হয় ধীরস্থির ও মনোযোগী। কারণ ধীরস্থির ও মনোযোগী না হলে বিপত্তি ঘটতে পারে! অনেক সময় নারী তার কর্মক্ষেত্রে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারেন না। কখনো নিজের শারীরিক অবস্থা, কখনোবা সন্তান-পরিবার সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাংকে যারা কাজ করেন তাদের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হয়। পরিবার বা আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্য মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়। অনেক পরিবার আছে যারা অন্য মানুষের সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করে না, আবার চাকরি ছাড়তে দিতেও চায় না। কোনো কোনো নারীর ওপর এমন আচরণ করা হয়, যা সেই চাকরিরত নারীর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। সে মানসিক সংকটে ভোগে। অর্থাৎ কাজ করে যে আনন্দ পাওয়ার কথা তা সে পায় না। ফলে কাজ গতিশীল হয় না। অনেক সময় সততার সঙ্গে পরিশ্রম করলেও শ্রমের ফল নারী (শুধু নারী নয় পুরুষও) পান না। একজন চাকরিজীবী তার কাজে ফাঁকি দিতে চান না বা দেন না। নারী যখন চাকরিজীবী তখনো কাজে ফাঁকি দিতে চান না, কাজে অবহেলা তো নয়ই। এমনকি কাজ ফেলে রাখার ইচ্ছাও তার থাকে না। অনেক সময় নারীর শারীরিক-মানসিক অবস্থা কাজ ফেলে রাখতে

তাকে বাধ্য করে। নিম্নবর্ণিত অবস্থার জন্য অনেক সময় ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারেন না নারী চাকরিজীবীরা :

১. শারীরিক অবস্থা : শারীরিক অসুস্থতায় নারী কর্মক্ষেত্রে ভুল করে ফেলেন। কিন্তু ব্যাংকিং-এ কিছু ভুল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এখানে Benefit of Doubt-এর কোনো স্থান নেই। ব্যাংকে কাজ করতে একজন ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শতভাগ মনোযোগ দিতে হয়। কিন্তু নারী যখন তার প্রতি মাসের মাসিক ও গর্ভকালীন পর্যায় পার করে তখন তার শরীর ও মন দুটোই নাজুক অবস্থায় থাকে। এই সময়টাতে তার কর্ম-মনোযোগ কখনো কখনো নষ্ট হয় বা হতে পারে। প্রকৃতিগত কারণে গর্ভধারণ এবং প্রসবকালীন কষ্ট নারীকেই বহন ও ভোগ করতে হয়! চাকরি করতে গেলে এসব মেনেই করতে হয়। তবু মানবশরীর অনেক সময় মানবের বশ্যতা মানতে চায় না।

২. সন্তান ধারণ ও পালন : সন্তান মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিবাহপরবর্তী যে সন্তান আসে পরিবারে, সেই সন্তানই এগিয়ে নিয়ে যায় সমাজ-সভ্যতা। সন্তান স্বামী-স্ত্রীর জীবনের নিরাপত্তা এবং সেতুবন্ধন। সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব বাবা-মা উভয়ের, তবু সন্তান পালন ও সামলানোর দায়িত্ব অলিখিতভাবে নারীর ওপরই চাপানো হয়েছে। নারী মমতাময়ী, তার মন সবসময় শিশুসন্তানের জন্য কাঁদে (পুরুষের মনও কাঁদে)। বর্তমানে অণুপরিবার হওয়াতে অনেক পরিবারে নারী চাকরিজীবী হওয়াতে সন্তানকে আয়ার কাছে রেখে আসতে হয় বলে মাকেই সময়ে সময়ে খোঁজ নিতে হয় (বাবাও খোঁজ নেন)। খোঁজখবর নিতে অনেকটা সময় ব্যয় হয়। সন্তানের খবর নেওয়ার সময় যদি কোনো ব্যাংক-গ্রাহক সামনে বসে থাকেন ও সেই গ্রাহকের তাড়া থাকে, তবে তিনি বিরক্ত হতে পারেন! শুধু গ্রাহক নন, যিনি শাখা-ব্যবস্থাপক তিনিও বিরক্ত হতে পারেন।

সন্তান বা পরিবারের কেউ অসুস্থ থাকলে কারো পক্ষেই মন ঠিক রাখা সম্ভব নয়! আর মন দোটানায় রেখে ব্যাংকের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়! এ ছাড়াও আছে শিশুর পরিচর্যা। বিশেষজ্ঞের নির্দেশ তো আছেই, পাশাপাশি ইসলাম ধর্মেও আছে একটি শিশুকে সুন্দর সুষ্ঠুরূপে বড়ো করে তুলতে শিশুকে দুইবছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাতৃত্বকালীন যে ছুটি পাওয়া যায় (কোথাও তিনমাস, কোথাও ছয়মাস), তাতে সন্তানকে মায়ের বুকের দুধ তিন বা ছয় মাসের বেশি খাওয়ানো যায় না। কারণ শুধু ব্যাংক নয়, বাংলাদেশে বেশিরভাগ অফিসে শিশুর জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার নেই। সেহেতু যে মা চাকরি করেন, তার বাচ্চা মায়ের বুকের দুধ থেকে যেমন বঞ্চিত হয়, তেমনি মায়ের শরীরও খারাপ হয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এ ব্যাপারে কম-বেশি সুবিধা থাকলেও ব্যাংকে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ফুরসত থাকে না। ব্যাংকের আর্থিক লেনদেনের সময় খুব সতর্ক থাকতে হয়। লেনদেনের সময় পার হলেও যে সময় মিলবে তাও বলা মুশকিল।

৩. ট্র্যান্সফার বা বদলি ব্যবস্থা : চাকরিতে যেমন আছে প্রমোশন ব্যবস্থা, তেমনি আছে ট্র্যান্সফার বা বদলির ব্যবস্থা। ব্যাংকিং ব্যবস্থাতে শাখা ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব বেড়েছে। কারণ শাখা ব্যাংকিং-এ কর্মসুবিধাসহ আশেপাশের জনগণও তাতে উপকৃত হয় এবং অতি স্বল্প সময়ে গ্রাহক তার কাজ গুছিয়ে ফেলতে পারে। একটি ব্যাংকের শাখা শুধু এক শহরে থাকে না অন্যান্য শহরেও থাকে, থাকে শহরতলীতে, থাকে উন্নয়নশীল গ্রামগঞ্জে। আর সেজন্য শাখা ব্যাংকিং-এ বদলি হতে হয়।

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কোথাও তিন বছরের অধিককাল থাকার নিয়ম নেই। একজন পুরুষ ব্যাংককর্মী যত সহজে বদলি হতে পারেন, একজন নারী ব্যাংককর্মী তা পারেন না। পরিবারের রক্ষণশীলতার কারণ তো আছেই, সামাজিক কারণেও যখন তখন নারী বদলি হয়ে যেখানে সেখানে যেতে পারেন না। সংসার-সন্তান তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়! পরিবার রক্ষণশীল হওয়ার কারণ তো আছেই। এরপর সন্তান থাকলে তো বদলি হওয়ার প্রসঙ্গ আসেই না। পরিবার ছাড়া সিঙ্গেল মাদার অর্থাৎ একা মা সন্তান আর চাকরি নিয়ে হিমশিম খান। আবার একজন সিঙ্গেল মাদার কিংবা একাকী নারীকে জীবনের পথ চলতে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়! তাই যদি বদলি ক্যানসেল করতে না পারেন, তাহলে অনেকেই চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

৪. যাতায়াত ও আবাসন ব্যবস্থা : একাকি নারীর যাতায়াত ও আবাসন সমস্যার কারণে পরিবার রক্ষণশীল হয়ে পড়ছে। ব্যাংকের অনেক নারী কর্মকর্তাই একা থাকেন। একা থাকলে তাকে মেসে-হোস্টেলে-সাবলেটে থাকতে হয়। সেখানেও আছে সমস্যা। একা নারীকে অনেকে বাসা দিতে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে সাবলেটে থাকাও নারীর পক্ষে নিরাপদ নয়। আবার ফ্ল্যাটে একা থাকতে গেলেও নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ব্যাংকের কাজের জন্য অনেক সময় সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটতে পারে এবং এই ব্যত্যয়ের কারণে ফ্ল্যাটের নিয়ম লঙ্ঘিত হতে পারে। কিন্তু ফ্ল্যাট কর্তৃপক্ষ এই ব্যত্যয় নাও মানতে পারেন। ওদিকে একজন পুরুষ পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থাকলে সাপ্তাহিক ছুটির দিন স্বজন-পরিজনদের সঙ্গে কাটিয়ে যেতে পারেন অনায়াসে, কিন্তু নারী তা পারেন না! কারণ চলাফেরাকালে একা নারীর বিপদের আশঙ্কা পুরুষের তুলনায় বেশি। নারী শারীরিকভাবে পুরুষের চেয়ে দুর্বল, সে কারণেও হেনস্থার শিকার হবার ভয় বেশি। নারী ট্রেনে-বাসে নিরাপদ নয়, নিরাপদ নয় পথচলতি রাস্তাতেও। এমনকি নিজগৃহেও নিরাপদ নয় নারী! এমতাবস্থায় কর্মক্ষেত্রে কতটা মনোযোগ দিতে পারবেন একজন নারী?

৫. অলিখিত দায়িত্ব : শুধু ব্যাংক নয়, সব অফিসেই সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য কাজ নির্দিষ্ট করা থাকে। অফিসে দেরিতে পৌঁছালে কাজ না হওয়াতে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় বা হতে পারে। অবশ্যই সময়ে অফিসে উপস্থিত হতে হবে। কিন্তু অলিখিত দায়িত্ব হিসেবে সংসার-সন্তান সামলানোর কাজ নারীর! অনেক সময় পারিবারিক কার্যক্রম শেষ করে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হতে দেরি হয়ে যায়, ফলে অফিসে পৌঁছাতে দেরি হয়। আবার কোনো কোনো পরিবারের সদস্যরা মনে করে যে ব্যাংকে কোনো কাজ নেই, একসময় গেলেই হবে। অনেক পরিবার আছে অফিসে বের হওয়ার মুহূর্তে চাকরিজীবী নারীর ওপর সংসারের কাজের ভার চাপিয়ে দেয়। সংসারের শান্তি রক্ষা করতে হঠাৎ চাপিয়ে দেওয়া কাজ করে যেতে হয়, ফলে দেরি হয়ে যায়। সংসারের শান্তি রক্ষার দায়িত্বও অলিখিতভাবে নারীর! এজন্যও অফিসে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়। দেরিতে পৌঁছালে গ্রাহকদের অসুবিধা হয়। অনেক সময় গ্রাহকের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকতে পারে এবং সময়ে না পৌঁছানোর জন্য উক্ত কাজ নষ্ট হতে পারে।

উপর্যুক্ত কারণগুলো ছাড়াও বিবিধ কারণে কখনো কখনো নারী তার কাজে মনোযোগ দিতে পারেন না। একটি অফিসের মধ্যেও কি নারী নিরাপদে কাজ করতে পারেন? কখনো পারেন কখনো পারেন না, কেউ পারেন কেউ পারেন না। জীবনের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্যই নারীকে ঘরের বাইরে

আসতে হয়েছে। একটি পরিবারের আর্থিক চাপ যখন আসে, তখন পরিবারের নারী-পুরুষ নির্বিশেষেই আসে। নারী চাকরি করলেও আসবে, না করলেও আসবে। নারী যখন চাকরি করেন ব্যাংকে তখন পরিবারের আর্থিক অনটনের স্পর্শে পুরুষের মতোই আবেগী হয়ে পড়েন। তবে নারী একটু বেশিমাত্রায়ই আবেগী হয়ে পড়েন। ব্যাংককর্মীদের আবেগী হলে চলবে না। সবসময় মনে রাখতে হবে ব্যাংকের অর্থ নিজের নয়, তিনি পাহারাদার মাত্র। এই অর্থের নয়-ছয় ঘটলে নিজেরই বিপদ! মানুষের মধ্যে আবেগ, বিবেক পাশাপাশি বাস করে। মানুষকে সবসময় আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেই কাজ করতে হয় এবং বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজ করতে পারলে বিপদমুক্ত থাকা যায়। নারী আবেগতাড়িত হয়ে কখনো দুর্বল কখনো-বা উত্তেজিত হন। ব্যাংকিং-এ দুর্বল বা উত্তেজিত হওয়া কখনো কাম্য নয়! ব্যাংকের কাজ নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে শেষ করতে হয়। কোনো কাজ ফেলে রাখা যায় না। তবু অবস্থাগতিকে অনেক সময় কাজ ফেলে রাখতে হয় কিংবা অন্যের ওপরে ভরসা করে ছেড়ে দিতে হয়। যাকে ভরসা করে কাজ ছেড়ে চলে গেলেন তিনি যদি ভালো হন, তবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু কোনো খারাপ মতলব থাকলে যে কোনো অঘটন ঘটলেও ঘটতে পারে। তাই 'সাবধানের মার নাই'। বিশেষ করে ব্যাংক-শাখাতে যারা আর্থিক লেনদেনের কাজে যুক্ত থাকেন, তাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় বেশি।

কাজ করতে গেলে অনেক সময় অনেক বিষয়ে মানুষকে আপোস করে চলতে হয়। কিন্তু ব্যাংকিং-এ কোনো আপোস করা যায় না বা আপোস করা ঠিক নয়! আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তো নয়ই! কাজ করতে হবে নিজ তাগিদে কারও চাপে বা লোভে কোনো কাজ করা ঠিক নয়, ব্যাংকের কাজে তো নয়ই। অর্থ দেখলেই লোভ জাগবে এটাও ঠিক কথা নয়। ব্যাংকে চাকরি করতে হলে লোভকে জয় করা শিখতে হবে। সবসময় মনে রাখতে হবে, ব্যাংকের অর্থ নিজের নয়। ব্যাংকে যারা কাজ করেন তারা এই অর্থের জিম্মাদার মাত্র।

ব্যাংক হোক বা অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান হোক নারীকে সুস্থ সুন্দর কর্মপরিবেশ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি সকল নাগরিককেও সচেষ্ট থাকতে হবে। এমনকি নারীর নিজেকেও সচেষ্ট হতে হবে।

আফরোজা অদিতি লেখক। afrozaaditi1953@gmail.com